ঝিনাইদহে কৃষক হত্যা মামলায় ২ জনের মৃত্যুদন্ড

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে কৃষক মশিয়ার রহমান হত্যা মামলায় ২ জনের মৃত্যুদন্ডাদেশ দিয়েছে আদালত। একই মামমলায় অপর ৬ আসামি কে বেকসুর খালাস প্রদান করেছে।

আজ সোববার (৪মার্চ) দুপুরে ঝিনাইদহের সিনিয়র দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ নাজিমুদ্দৌলা এ দন্ডাদেশ প্রদাণ করেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ইসমাইল হোসেন জানান, ২০১৪ সালের ২৬ মে রাত সাড়ে ৭টার দিকে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার আদর্শ আন্দুলিয়া গ্রামে বাড়ির পুর্ব দিকে রাস্তার পাশে নিজ বৈঠক খানায় বসে ছিলেন ওই গ্রামের মশিয়ার রহমান। সেসময় পুর্ব শত্রুতার জের ধরে একই গ্রামের লিটন বিশ্বাস, মনিরুল বিশ্বাসসহ আরও কয়েকজন তাকে টেনে হিঁচড়ে আসামি মনিরুলের টিউবয়েলের নিকট নিয়ে গিয়ে লোহার রড, হাতুড়ি ও বাঁসের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে পরে অবস্থার অবনতি হলে প্রথমে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে পরদিন তিনি মারা যায়।

এ ঘটনায় ২৭ মে নিহতের ভাই মোঃ মতিয়ার রহমান বাদি হয়ে ৮জনের বিরুদ্ধে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করে। মামলার বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় ৩৭৪ ধারার বিধান মোতাবেক আসামী লিটন বিশ্বাস এবং মনিরুল বিশ্বাস কে মৃত্যুদন্ড এবং ১লাখ টাকা করে জরিমানা করে আদালত। মামলার অপর ৬ আসামি ইমদাদুল বিশ্বাস, রাজু বিশ্বাস, মজিদুল বিশ্বাস, ছানোয়ার মন্ডল, ওহিদুল ইসলাম এবং মাহাবুল বিশ্বাস আদালতে দোষী প্রমানিত না হওয়ায় বেকসুর খালাস প্রদান করে।

ঝিনাইদহে মাছচাষী হত্যা মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহে মাছ চাষী শরিফুল ইসলাম টুলু হত্যা মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। আজ রোববার (৩মার্চ) সকালে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক মোঃ বাহাউদ্দিন আহমেদ এ দন্ডাদেশ প্রদাণ করেন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ইসমাইল হোসেন জানান, ২০০৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে সদর উপজেলার লাউদিয়া গ্রামের একটি পুকুরে মাছের খাবার দিয়ে বাড়ি ফিরছিলো ওই গ্রামের শফিকুল ইসলাম টুলু। সেসময় পুর্ব শত্রুতার জের ধরে একই গ্রামের জাহিদুল ইসলাম, জসিম, খোকনসহ আরও কয়েকজন তাকে লোহার রড ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ও পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে পরদিন তিনি মারা যায়।

এ ঘটনায় ৯ সেপ্টেম্বর নিহতের ভাই সরফুদ্দিন বাদি হয়ে ৯ জনের বিরুদ্ধে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করে। মামলার বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আসামী জাহিদুল, খোকন, ইলিয়াস, জসিম ও সেলিমকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করে।

চুয়াডাঙ্গায় বিভিন্ন অপরাধের কারনে ৭ প্রতিষ্ঠানের জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা শহরের বড়বাজারে ব্যবসায়ীদের মূল্যতালিকা,ভাউচার না থাকাসহ বিভিন্ন অপরাধে ৭ প্রতিষ্ঠানের স্বত্তাধিকারীকে ২১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ

অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ বাজার তদারকির সময় এ জরিমানা করেন।

সজল আহম্মেদ জানান,ভোজ্য তেলের নতুন মূল্য কার্যকর ও পবিত্র মাহে রমজানের আগে নিয়মিত বাজার তদারকির অংশ হিসেবে পেঁয়াজ,সবজি, মুদি দোকানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। এসময় মেসার্স সুমন স্টোরে তেল, চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির স্বত্তা¡ধিকারী সাধন সাধু খাকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারায় ৫ হাজার টাকা, মেসার্স অন্তর স্টোরের স্বত্তাধিকারী অন্তর হোসেনকে একই অপরাধ ও আইনের ধারায় ৩ হাজার টাকা, মেসার্স মুরাদ স্টোরের স্বত্তাধিকারী মুরাদ মুন্সিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করার পাশাপাশি মেয়াদোত্তীর্ণ ও মূল্যবিহীন ক্ষতিকর রঙ মেশানো খোলা চিপস বিক্রির অপরাধে একই আইনের ৩৭ ও ৩৮ ধারায় ৪ হাজার টাকা, মেসার্স সুকুমার স্টোরের স্বত্তাধিকারী শুভন কুমারকে একই আইনের ৩৮ ধারায় ৩ হাজার টাকা,মেসার্স মানিক স্টোরের স্বত্তাধিকারী তিজারত মন্ডলকে একই ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

তিনি আরো জানান, পরে কাঁচামালের খুচরা বাজার তদারকি করা হয়। এসময় কাঁচামাল আড়ৎদার মেসার্স জামান ভান্ডারের স্বত্ত¡◌াধিকারী রবিউল ইসলামকে পণ্যে কেনার ভাউচার না রাখা ও খুচরা মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে একই আইনের ৩৮ ধারায় ১ হাজার টাকা আর মেসার্স বিসমিল্লাহ ভান্ডার পেঁয়াজের আড়তের পেঁয়াজের কেনার ভাউচার সংরক্ষণ না করার অপরাধে একই আইনের ৪৫ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তদারকির সময় ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে সবাইকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য কেনাবেচার ভাউচার সংরক্ষণ ও মূল্যতালিকা প্রদর্শন করতে নির্দেশনা দেয়া হয়। আর তেলের নতুন মূল্য কার্যকর করতে তাদেরকে সতর্ক করা হয়। বাজার তদারকি করার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি দল সহযোগীতা করে।

জীবননগরে তিনটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে জরিমানা,একটি বন্ধ

জীবননগরে নিয়ম না মেনে ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনার দায়ে ভোক্তা অধিকার আইনে তিনটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার মালিককে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

এ দিকে লাইফ কেয়ার থেরাপী এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জীবননগর পৌর এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন।

ভোক্তা অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যলয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, জীবননগর উপজেলা শহরে নিয়ম না মেনে ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনা করছেন। নানা অনিয়ম প্রমানিত হওয়ায় জীবননগর হাসপাতাল এলাকার অংকন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমান আদালত।

নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনে ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনা করায় অংকন ডায়াগনস্টিক এন্ড মেডিকেল সেন্টারের মালিক মো: আসাদুজ্জামান রিপনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ও ৫৩ ধারায় ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় একই অপরাধে আল হেরা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মেয়াদ উত্তীর্ণ টেস্ট কিট ও অন্যান্য মেডিসিন পাওয়া যায়।

ল্যাবের ফ্রিজে কাচা মাংশ রাখা, বিভিন্ন টেস্টের জন্য নির্ধারিত টেকনিশিয়ান ব্যাতিত টেস্ট করার প্রমাণ পাওয়ায় ।মেসার্স আল হেরা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক মো: নুরুল আমিনকে ৩০হাজার টাকা এবং মেসার্স লাইফ কেয়ার ডক্টর’স চেম্বার এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অনুমোদন ব্যতীত ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনা করা ও সেবার মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৪৫ ধারায় মেসার্স লাইফ কেয়ার ডক্টর’স চেম্বারের মালিক মো: রোকিনুজ্জামান তাছিরকে ১০হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়। এবং এক সপ্তাহের জন্য প্রতিষ্ঠানটি বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, ভোক্তা অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যলয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ,জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মোস্তাফিজুর রহামন, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ আনিছুর রহমানসহ জীবননগর

থানার এস আই সৈকতের নেতৃত্বে জীবননগর থানা পুলিশের একটি টিম ।

দর্শনা থানা প্রতিষ্ঠার ৪ বছরে ৪ ওসি

দর্শনা থানা প্রতিষ্ঠার বয়স দেখতে দেখতে ৪ বছর পূর্ন হলো। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ থানায় ৪ বছরে পর্যায়ক্রমে ৪ জন অফিসার ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

দর্শনা থানার প্রথম ওসি মাহব্বুর রহমান কাজলের বদলির পরই যোগদান করেন এএইচএম লুৎফুল কবীর। তারপর যোগদান করেন ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ যোগদানের দুই মাসের মাথায় বদলী হয়ে বর্তমানে তিনি চুয়াডঙ্গা ডিবির ওসি হিসাবে কর্মরত আছে।

এরপর দর্শনা থানায় যোগদান করেন,ওসি বিপ্লব কুমার সাহা যোগদানের পর থেকে দর্শনা আইন শৃংখলা কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে সুধি মহল মনে করেন।তাই দর্শনা শহর চুয়াডাঙ্গা জেলার ভিতর অতিগুরত্বপূর্ণ শিল্প শহর হিসেবে দর্শনার পরিচিতি গোটা দেশেই।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ৪ বারের সংসদ সদস্য হাজি আলী আজগার টগরের নিরলস প্রচেষ্ঠার ফসল হিসেবে দর্শনা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র থেকে থানা হিসেবে উন্নিত হয়। গত ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারিতে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল আনুষ্ঠানিকভাবে দর্শনা থানার শুভ উদ্বোধন করেন। ২০২০ সাল থেকে ২৮/০২/২৪ পর্যন্ত মাদক উদ্ধার হয়েছে, ফেনসিডিল ১৩ হাজার ১৪২ বোতল, গাঁজা ৩শ ৫২ কেজি, ইয়াবা ট্যাবলেট ৭ হাজার ৭১৩ পিচ, চোলাই মদ ৮শ ৭৪ লিটার, বিদেশী মদ ২শ ৬ বোতল, ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ২৩হাজার ৩শ পিচ, নেশা জাতীয় ইনজেকশন ১৩শ ২৩ পিচ, গাঁজা গাছ, ১৭ টি, ৩ পুরিয়া হেরোইন।

এ পর্যন্ত রুজুকৃত মামলার সংখ্যা ১১৯০, গ্রেফতার হয়েছে ২৯৩৭ জন। দর্শনা থানার প্রথম অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ইন্সপেক্টর মাহাবুর রহমান কাজল। তিনি যোগদানের পর থেকেই দর্শনা

থনার মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেয় ওসি মাহব্বুর রহমান কাজল।তারপর দুই বছর পৃর্ন হওয়ায় বদলী হয়ে ডিবির ওসি হিসাবে যোগদান করেন।

এরপর ইন্সপেক্টর এএইচএম লুৎফুল কবীর দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে যোগদান করে যোগদানের পর থেকে তিনি মানুষের সাথে অসৌজন্য মৃলক আচরনসহ তার নামে বিভিন্ন কর্যলয়ে অভিযোগ পড়তে থাকে।একের পর এক বির্তকের জন্ম দেয় তিনি। এ সব ঘটনায় তাকে দর্শনা থানা থেকে বদলী করে গোয়েন্দা বিভাগের ৩ নং ওসি হিসাবে চুয়াডাঙ্গায় যোগদান করে।এরপর ওসি হিসাবে যোগদান করেন ফেরদৌস ওয়াহিদ তিনি যোগদানের দুই মাসের মাথায় বিদায় নিতে হয় দর্শনা থানা থেক।

এরপর যোগদান করেন, বিপ্লব কুমার সাহা, তিনি যোগদানের পর থেকে বেশ সুনামের সহিত কাজ করে যাচ্ছেন, দুজন ইন্সপেক্টরসহ একদল চৌকস এসআই, এএসআই ও কনস্টেবল নিয়ে সন্ত্রাস, অস্ত্র, ছিনতাই, ডাকাতি, ইভটিজিং, মাদক, চোরাচালানসহ অপরাধ বিরোধী ঝটিকা অভিযান চলমান রেখেছে। এবং দর্শনা থানার আইন শৃংখলা স্বাভাবিক চলছে বলে ধারনা করছে সাধারন মানুষ। যেকোন মূল্যের বিনিময়ে মাদককে শূন্যের কোটায় আনার ঘোষণা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। মাদকমুক্ত দেশ গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে প্রশাসনকে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

সে নির্দেশ মোতাবেক চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম স্যার মাদকের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন। পুলিশ সুপার স্যারের নির্দেশে মাদক মুক্ত থানা গঠনের অঙ্গিকার নিয়ে মাঠে রয়েছি আমরা। দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযান রয়েছে অব্যাহত। দর্শনা থানাবাসীর সহযোগিতা এভাবেই অব্যাহত থাকলে অবশ্যই মাদকমুক্ত এলাকা গড়া সম্ভব হবে। তাই আসুন আমরা মাদককে না বলি, মাদক চোরাচালানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মাদককারবারী, চোরাচালানী ও অপরাধীদের আইনের হাতে তুলে দিতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলি।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে দুটি ক্লিনিকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় সার্বক্ষণিক চিকিৎসক এবং প্রশিক্ষিত নার্স ছাড়াই রোগী চিকিৎসা দেবার অভিযোগে ফিরোজ ক্লিনিকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়া একই অভিযোগে কালিদাসপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন আল-মদিনা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিককেও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট স্নিগ্ধা দাসের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের হাউসপুর এলাকার ফিরোজা ক্লিনিকে সার্বক্ষণিক এমবিবিএস ডাক্তার ও প্রশিক্ষিত নার্স ছাড়াই রোগী ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়। এ ছাড়াও একই অভিযোগে কালিদাসপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন আল-মদিনা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিককেও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট স্নিগ্ধা দাস বলেন, সার্বক্ষণিক চিকিৎসক ও নার্স ছাড়াই একটি হাসপাতাল চালানোর অভিযোগে মালিকের ২৫ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে এক মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মালিক জরিমানার টাকা সঙ্গে সঙ্গে পরিশোধ করে দেন।

এদিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে অভিযুক্ত ডাঃ নজরুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, আমার ক্লিনিকে লাইসেন্সসহ সকল কাগজপত্র সঠিক আছে। আমি সার্বক্ষণিক ক্লিনিকে রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকি। প্রশিক্ষিত নার্সও আছেন ঘটনার সময় তিনি ছুটিতে ছিলেন। তিনি আরও বলেন, আলমডাঙ্গার অনেক ক্লিনিকেই সার্বক্ষণিক চিকিৎসক ও নার্স নেই। সেখানে অভিযান হচ্ছে না। আমি মনে করি এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তি ব্যক্তিগত আক্রোশ মূলক জরিমানা করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ৪ শ’ ৮৭ পিচ বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশনসহ আটক ৩

দামুড়হুদা উপজেলায় জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক অভিযান চালিয়ে ৪ শত৮৭ পিচ ভারতীয় বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশনসহ তিনজনকে আটক করেছেন।

আটকৃতরা হলো মাহাবুর (৩২) চাকুলিয়া গ্রামের রমজান আলির ছেলে, হাফিজুর (৩৫) একই গ্রামের মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে ও মিজান (৫৫) একই গ্রামের মৃত শুকুর আলির ছেলে। গতকাল বুধবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে মুক্তারপুর মাঝেরপাড়া রাস্তার উপর তাদেরকে আটক করা হয়।

জানাযায়, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক মোছা: শিরীন আক্তার এর নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সঙ্গীয় ফোর্সদের সমন্বয়ে দামুড়হুদা থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোক্তার পুর মাঝের পাড়ায় থেকে চাকুলিয়া গ্রামের মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে হাফিজুর রহমান, মৃত শুকুর আলির ছেলে মিজানুর রহমানকে আটক করেন। পরে তাদের ব্যবহৃত মোটর সাইকেলের সিট তল্লাশি করে ৩ শত পিচ বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন উদ্ধার করেন। এবং ডিসকভারি ১২৫ সিসি মোটরসাইকেল জব্দ করেন।

একইদিনে চাকুলিয়া গ্রামের মাঠ পাড়ার রমজান আলির ছেলে মাহবুবুর রহমানকে আটক করেন। পরে তার দেহ তল্লাশী করে ১ শত ৮৭ পিচ বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন উদ্ধার করেন। জেলা মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের উপ পরিদর্শক আকবর হোসেন বাদী হয়ে উক্ত আসামির বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেন।

চুয়াডাঙ্গায় অবৈধ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান, ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় অবৈধ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য বিভাগ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের যৌথ অভিযান চলিয়েছে। এসময় ২টি ক্লিনিক ও ১ টি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালিয়ে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জানান, গতকাল বুধবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকিকালে গ্রীণ লাইফ ডায়াগনস্টিক সেন্টারে মেয়াদোত্তীর্ণ টেস্ট কীট, অপিরষ্কার অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও টেকনোলজিস্টের সার্টিফিকেট না থাকায় ৩০ হাজার টাকা ও মদিনা ক্লিনিকে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ থাকার কারনে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় ১০ দিনের জন্য ক্লিনিক বন্ধ ঘোষণার কথা বলা হয়লেও স্থানীয়দের অনুরোধে তা মওফুক করা হয়। এদিকে অভিযানের খবর পেয়ে আমারুল ডায়াগনস্টিক সেন্টার, মডার্ণ প্যাথলজী ও আব্দুল্লাহ ডায়গনষ্ঠিক সেন্টার বন্ধ করে পালিয়ে যায়। তিনি আর জানান যারা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে পালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এছাড়াও অভিযানের সময় কোন প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ১০ টি নির্দেশনার মধ্যে কোন নির্দেশনা মানতে দেখেছেন কিনা এমন প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারেনি সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি ডা: সাজিদ হাসান।

গাংনীর কাজিপুর সীমান্তে ১৪০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী কাজিপুর গ্রামে পাখিভ্যানে করে বিশেষ ব্যবস্থায় ফেনসিডিল পাচারের সময় ১৪০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে বিজিবি।

৪৭ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ বিজিবি’র কাজিপুর বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার মাহবুবের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টিম আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৬ এর বাংলাদেশ অভ্যন্তরের ভিতরে অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিলগুলো উদ্ধার করা হয়। এসময় ইঞ্জিনচালিত পাখি ভ্যানটিও জব্দ করা হয়েছে।

কাজিপুর বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার মাহবুব জানান, পাখিভ্যানের বসার চরাটের ভিতর বিশেষ কায়দায় ফেনসিডিল পাচার হচ্ছে এমন সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে অভিযান চালানো হয়। বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক ব্যবসায়ীরা পাখিভ্যানটি ফেলে পালিয়ে যায়। পরে পাখিভ্যানের বসার চরাট কেটে পলিথিন মোড়ানো ব্যাগের মধ্যে থেকে ১৪০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় কাজিপুর মধ্যে পাড়া এলাকার সোনাতন মিয়ার ছেলে শিপন আলী ও মোঃ সুমন আলীকে আসামি করে মাদক আইনে গাংনী থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনী থানায় ভুক্তভোগীদের মানবপাচার মামলা

অবশেষে আদম পাচারকারীর দালালদের গোপন ক্যাম্প থেকে ১০৪ যুবককে উদ্ধার করেছে মালেশিয়ান ইমিগ্রেশন পুলিশ। মালেশিয়ার সালাক সালাতন নামের একটি ক্যাম্প থেকে তাদের আটক করেন পুলিশ।

আটক যুবকদের পরিবারের লোকজন ও মালেশিয়ার সালাক সালাতন ক্যাম্পে

বন্দী গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে আব্দুর রহমান, আব্দুল মজিদের ছেলে আব্দুস সালাম মোবাইল ফোনে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে সাহেবনগর গ্রামের মোফাজ্জল হোসেন, ব্রজপুর গ্রামের আনারুল ইসলাম, কল্যাণপুর গ্রামের ওবায়দুল্লাহ, আব্দুল মজিদ, রফিকুল ইসলাম, আসাদুল ইসলাম ও আতিয়ার রহমান বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। সহ কয়েকজন বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

মুছা ইন্টারন্যাশল নামের আদম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিক সাহেবনগর গ্রামের মৃত ইছাহাক আলীর ছেলে ইঞ্জিনিয়ার মুসা কলিমকে প্রধান আসামি ও একই গ্রামের আব্দুল হাদি ওরফে সুরজের ছেলে আব্দুল আওয়াল, আব্দুল হাদি, রঞ্জিত মন্ডলের ছেলে আমিরুল ইসলাম, নুর ইসলামের ছেলে হাসানুজ্জামান, নুর মোহাম্মদের ছেলে আরিফুল ইসলামকে মামলার আসামি করা হয়েছে।

২০১২ সালের মানব পাচার আইনের ৬(২)/ ৭/৯/১০ ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়। গাংনী থানার মামলার নং ৩২ তাং ২৮/০২/২৪ ইং।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিত কুমার নন্দী মামলার এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, সংঘবদ্ধ মানবপাচারের সদস্য অর্থের বিনিময়ে লোক পাঠিয়ে প্রতারণা ও জবরদস্তি মুলক শ্রমে বাধ্য করার অপরাধে মামলাটি এফআইআরভুক্ত করা হয়েছে।

মামলার একজন বাদি সাহেবনগর গ্রামের গ্রামের আব্দুল মজিদ। তিনি বলেন, আমার ছেলে আব্দুস সালামকে ভাল কাজ দেবে বলে বলে মুসা কলিম ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা নেন। প্রায় ৪ মাস আগে সে মালেশিয়াতে নিয়ে একটি ক্যাম্পে আটকে রেখেছে। ছেলে আমাকে গত সোমবার বিকালে (বাংলাদেশ সময়) মোবাইল ফোনে জানান, আমাদের সালাক সালাতন ক্যাম্পে পুলিশের অভিযান শুরু হয়েছে। অর্ধ শত যুবকদের উদ্ধার করেছে পুলিশ। আর কথা হবেনা। চিন্তা করবেন না।

সাহেবনগর গ্রামের সাগরিকা খাতুন বলেন, সংসার সুখের জন্য ভিটে মাটি ও ধার দেনা করে ৫ লাখ টাকা দিয়েছিলাম আদম ব্যপারির দাল সাহবনগর গ্রামের সুরজ আলীর হাতে। আমার ছেলে শাহীন আলমকে মালেশিয়া নিয়ে একটি ক্যাম্পে প্রায় সাড়ে ৪ মাস আটকে রেখেছে। সোমবার

সেখানকার ইমিগ্রেশন পুলিশ আমার ছেলেসহ প্রায় শতাধিক যুবককে উদ্ধার করেছে। এখন আর তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছিনা। তিনি বলেন, হাড়াভাঙ্গা, সাহেবনগর, সহড়াতলা, কাজিপুর এলাকার প্রায় তিন শতাধিক যুবকের পরিবারে শুধু হতাশা আর কান্নার রোল।

এদিকে আদম পাচারকারী সাহেবনগর গ্রামের প্রধান আদম ব্যবসায়ী মুছা ইন্টারন্যাশনালের মালিক ইঞ্জিনয়ার মুসা কলিম, সুরজ আলী, রাজু আহমেদ, তোফাজ্জেল মাষ্টারসহ তাদের লোকজন বাড়িঘর ছেলে পলাতক রয়েছেন।

মালয়েশিয়ায় আটকে থাকা ভুক্তভোগীদের কয়েকজন জানান, স্থানীয় গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের কেএনএসএইচ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান শিক্ষক মাজেদ মাস্টার, কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম ওরফে ন্যাড়া, বালিয়াঘাট গ্রামের আনিসুল হক মাস্টারের ছেলে শোভন, সাহেবনগর গ্রামের সুরজ ও তার ভাই আওয়াল এবং ইঞ্জিনিয়ার মুসা কলিমের মাধ্যমে ঢাকায় নাভিরা ও মুসাকলি এন্টারপ্রাইজ এজেন্সির মাধ্যমে টাকা দিয়ে ভালো কাজের আশ্বাসে তারা মালয়েশিয়ায় আসেন।

ক্যাম্পে আটকে থাকা যুবকরা ভিডিও বার্তার মাধ্যমে সাংবাদিকদের বলেন, আমরা ৪/৫ মাস আগে এখানে এসেছি। আমাদেরও এই ক্যাম্পে আটক রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে আজকে শতাধিক যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে মালেশিয়ান ইমিগ্রেশন পুলিশ।